সার্বজনীন আল-কুরআন

র.আমিন

সার্বজনীন আল-কুরআন

র.আমিন

প্রকাশকাল	: আগস্ট, ২০২১
প্রকাশক	: Amazon.com Inc., USA
পরিবেশক	: Amazon.com Inc., USA
প্রচ্ছদ	: আমিনুল ইসলাম
সত্ত্ব	: লেখক
শুভেচ্ছা মূল্য	: USD 10/-

Sarbojonin Al Quraan by R.Amin
Published by Amazon.com Inc., USA in August, 2021
Price: USD 10 Only
ISBN # 9781879655835

আল-কুরআন; কিছু কথা - ৮
আল-কুরআন অনুবাদের ইতিহাস - ৮
আল-কুরআনের ইসলাম - ৮

- আল্লাহ
- আল-কুরআন
- কাবা শরীফ
- রসুল (সাঃ)
- ইসলাম
- মুসলিম
- ঈমান/বিশ্বাস
- সালাত/নামায
- অজু ও তায়াম্মুম
- যাকাত
- সিয়াম/রোযা
- হজ্জ/ওমরা ও কুরবানি

আত্মদর্শন - ১৩

- সৃষ্টি
- রূহ
- কলব
- নফস
- ভাগ্য

সর্বশক্তিমান আল্লাহর ‘আদেশ’ সূচক নির্দেশনা - ১৭

- ঈমান/বিশ্বাস করা
  সৎকর্ম করা
- নামায কায়েম করা
  যাকাত আদায় করা
- সিয়াম/রোযা আদায় করা
- হজ্জ/ওমরা আদায় করা
  কুরবানি করা
- রাসুল(সঃ)-এর আনুগত্য করা
- হক আদায় করা
  (পিতা-মাতা/ স্বামী-স্ত্রী-সন্তান/ আত্মীয়-স্বজন/প্রতিবেশী-এর হক)
- ধর্ম প্রচার করা
- জিহাদ করা
  হিজরত করা
- ধর্ম সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা
- সত্যবাদী হওয়া
- বিনয়ী/নম্র হওয়া
- সদাচরণকরা
- ধৈর্য অবলম্বন করা
- অঙ্গীকার রক্ষা করা
  আমানত রক্ষা করা
- হালাল উপার্জনকরা
- পর্দা মেনে চলা
- জ্ঞান অর্জন করা
- ন্যায় বিচার করা
- ক্ষমা করা/ সদয় হওয়া
- তওবা করা
- দান খয়রাত করা

সর্বশক্তিমান আল্লাহর ‘নিষেধ’ সূচক নির্দেশনা - ২৪

- শিরক করা
- কুফরি/অবিশ্বাস করা
- প্রতারণা করা (মোনাফেকী করা)
- বিশ্বাসঘাতকতা করা
- হত্যা করা
- মিথ্যা বলা
- ষড়রিপু দমন না করা
  (জিনা/ব্যভিচার করা, হিংসা করা, অহংকার করা, লোভ করা)
- সম্পত্তি গ্রাস করা
- জুলুম করা
- জুয়া খেলা
  মদ্যপান করা
- চুরি করা
- অপব্যয় করা
- সুদ গ্রহন করা
- কার্পণ্য করা
- নিন্দা/গীবত করা
- বিদ্রূপ/ উপহাস করা
  দোষারোপ করা
  মন্দ নামে ডাকা
- বিপর্যয় সৃষ্টি করা

আল্-কুরআনের বহুরূপতা - ২৯

- সাহিত্যে আল্-কুরআন
- বিজ্ঞানে আল্-কুরআন
- সমাজ বিজ্ঞানে আল্-কুরআন
- অর্থনীতিতে আল্-কুরআন
- আইনে আল্-কুরআন

গৌণ ও মূখ্য - ৩২

*গৌণ হলেও মূখ্য
সালাত/নামায কায়েম করা
হক আদায় করা
হিজরত করা
সত্য কথা বলা
সদাচরণ করা
বিনয়ী হওয়া
হালাল উপার্জন করা
জ্ঞান অর্জন করা
পর্দা (পুরুষ) মেনে চলা
পবিত্র খাদ্য গ্রহন
শিরক করা
হিংসা করা
অহঙ্কার করা
লোভ করা
হত্যা করা
সম্পত্তি গ্রাস করা
প্রতারণা করা
অঙ্গীকার ভঙ্গ করা
আমানতে খেয়ানত করা
বিশ্বাসঘাতকতা করা
বির্পযয় সৃষ্টি করা
সুদ গ্রহন করা
নিন্দা করা
উপহাস করা

*মূখ্য হলেও গৌণ
তাফসীর করা
সুপারিশ লাভের আশা করা
মাযহাব অনুসরণ করা
শবে-বরাতের নামায আদায় করা
ঈদে-মিলাদুন্নবী পালন করা
মিলাদ পালন করা
পুরুষদের ৪টা পর্যন্ত বিয়ে করা
পায়ের গিড়ার নিচে পুরুষদের কাপড় পরা
দাড়ি না রাখা
চিরকুমার থাকা
সংগীত চর্চা করা
বাংলা নববর্ষ পালন করা
কুরআন নয় হাদিস - ৩৬
*পুরুষদের জন্য রেশমি কাপড় ও স্বর্ণালংকার পরিধান করা হারাম।
*কাঁচা রসুন বা পিয়াজ খাওয়া উচিত নয়।
*মুসলমান মুসলমানের ভাই
*যে ঘরে কুকুর বা প্রাণীর ছবি থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।
*দেবরতো মৃত্যুতুল্য।
*প্রকৃত মুসলমান সেই, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে।
*যার অন্তরে সরিষা পরিমান ঈমান আছে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।
*সুরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ।
*যে ব্যক্তি জীবনে একবার কালিমা তাইয়েব পাঠ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
*আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।
*যে ব্যক্তি কোন মানুষের দোষ গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাঁর দোষ গোপন রাখবেন।
*হযরত মুহাম্মাদ (সা) চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন।
*স্বামীকে সন্মান করা ।
*ঘুষ দাতা ও ঘুষখোর উভয়ের উপর নবীজির অভিশাপ।
*দাড়িয়ে পানি পান এবং প্রস্রাব করা নিষেধ।
*লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।
*ইসলাম পাঁচটি বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত –ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত।
*তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।
*শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকাবার আগে তার মজুরী দিয়ে দাও ।
পর্যালোচনা - ৪৪
আত্মদর্শন
*ভাগ্যের ফলাফল
সর্বশক্তিমান আল্লাহর 'আদেশ' সূচক নির্দেশনা
সালাত/নামায
*সালাত/নামায-এর নিয়ম কানুন
*নিয়ত
*ইকামত
*হাত উঠানো
*হাতবাঁধা
*সুরা পাঠ
*আমিন বলা
*রুকু ও সিজদা
*রুকু ও সিজদার তসবীহ
*বসা/ বৈঠক
*সালাত/নামাযের ওয়াক্ত
*সালাত/নামাযের রাকাত
*তাহাজ্জুত-এর নামায
*শবেবরাত ও তাহাজ্জতের নামায

যাকাত
*সম্পদের উপর যাকাত-এর হিসাব
*যাকাতের সময়কাল
*যাকাত প্রদানের হিসাব
*কাদের যাকাত দিতে হবে
রোজা/সিয়াম
*নিয়ত
*তারাবিহ -এর নামায
*সাহরীর সময়
*লাইলাতুল ক্বদর অজানা
*ঈদের চাঁদ
*কুরবানি
হিদায়েত
*হিদায়েত ও রিজিক
তাফসীর করা
জিহাদ
হিজরত করা
রাষ্ট্র শাসন

সর্বশক্তিমান আল্লাহর 'নিষেধ' সূচক নির্দেশনা

শিরক
*আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ভবিষ্যৎ/অদৃশ্য জানেন না
*কষ্টের পর সুখ আসে
মুনাফিক
*মুনাফিকরা দোদুল্যমান
হত্যা করা
আত্মহত্যা করা
হিংসা করা
জুলুম করা
বিদ'আত
*ইজমা ও কিয়াস-মানব রচিত
*শবে-বরাত-এর নামায
*শবেবরাত ও শবে কদর
*ঈদে-মিলাদুন্নবী পালন করা
*মিলাদ পালন করা
* ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল-মানব রচিত

গৌণ ও মূখ্য

*পায়ের গিড়ার নিচে পুরুষদের কাপড় পড়া
*দাড়ি না রাখা
*পুরুষদের ৪টা পর্যন্ত বিয়ে করা
*চিরকুমার থাকা
*সংগীত চর্চা করা
*বাংলা নববর্ষ পালন করা

বিবিধ

*রিজিক ও বিয়ে
*অনেক ছোট গ্রন্থের বিভিন্ন আমল করা

আল-কুরআন; কিছু কথা

পবিত্র আল-কুরআন ইসলাম ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) নিকট আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে এই কিতাব অবতীর্ণ হয়। আল-কুরআনে সর্বমোট ১১৪টি সূরা আছে। কুরআনে সর্বমোট ১১৪টি সূরা রয়েছে, আয়াত বা পঙক্তি সংখ্যা ৬,২৩৬ টি। এই কিতাব সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ, যা আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়। আল-কুরআন একটি পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আল-কুরআনে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে। কুরআনের বিষয়বস্তু আল্লাহর অস্তিত্ব। কুরআনে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বিভিন্ন আয়াতে সৃষ্টিতাত্ত্বিক যুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনের বার্তাগুলো বিভিন্ন সাহিত্যিক গঠনেও প্রকাশিত হয়েছে। কুরআনের অনেকগুলি নামের মধ্যে বিশেষ চারটি নাম হল আল-কুরআন, আল-ফুরকান, আল-কিতাব ও আয-যিক্‌'র। 'আল-কুরআন' নামের অর্থ 'যাহা পঠিত হয়'। এটি বহু আয়াত ও সূরার সংকলন।

আল-কুরআন অনুবাদের ইতিহাস

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বৈজ্ঞানিক উপাত্ত সংবলিত একটি সংবিধান। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষী মনীষীরা যুগে যুগে স্বভাষায় কুরআন চর্চা করেছেন। জায়েদ ইবনে সাবিত ও উবাই ইবনে কাব সহ অন্তত ৪৮ জনের নাম পাওয়া যায় যারা কুরআনের আয়াত লিখার দায়িত্বে ছিলেন,যারা কাগজ ছাড়াও খেজুরের ডাল, গাছের পাতা,বাঁশের টুকরা এবং চতুষ্পদ জন্তুর হাড্ডির উপর কোরআন লিখে রাখতেন। এভাবে নবী তত্ত্বাবধানে কোরআনের একটি কপি প্রস্তুত হয়ে যায় যদিও তা পুস্তিকা রূপে বা গ্রন্থিত আকারে ছিল না। পরবর্তী সময় যখন ইসলামের দ্রুত প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকলো তখন কোরআনের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তীব্র হতে লাগলো। ৯৮০-৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সর্বপ্রথম কোরআন ফারসি ভাষায় অনুবাদ করা হয়।বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কবি ছিলেন শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনিই বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম পবিত্র কোরআনের সুরা অনুবাদ করেন। ১৮০৮ সালে পূর্ব বাংলার রংপুর নিবাসী একজন সাধারণ কুরআনপ্রেমী মাওলানা আমিরুদ্দীন বসুনিয়া কুরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদের কাজে হাত দেন। তিনি সে সময় কুরআনের আমপারার অনুবাদ সম্পন্ন করেন। অন্যদিকে, গিরিশচন্দ্র সেন প্রথম বাংলা ভাষায় পবিত্র কোরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করতে সমর্থ হন। ১৮৮১ সালে তাঁর অনূদিত পবিত্র কোরআনের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

আল-কুরআনের ইসলাম

<u>আল্লাহ</u>

সুরা আল-ফাতিহা (আয়াত-১-২)
১.পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।
২.সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে।
সুরা আল-ইখলাস (আয়াত-১-২)
১.বল তিনিই আল্লাহ একক,
২. আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন,
সুরা আল-ইমরান (আয়াত-২)
আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক।
সুরা ইউনুস (আয়াত-৩)
নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ যিনি তৈরী করেছেন আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি যাবতীয় কার্য পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। কাজেই তোমরা তাঁরই ইবাদত কর, তোমরা কি কিছুই চিন্তা কর না?
সুরা আল-লোকমান (আয়াত-২৭)
আর যমীনের সব গাছ যদি কলম হয় এবং সাগর, তার পরে আরও সাত সাগর কালি হিসেবে যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

আল-কুরআন

সুরা ইউনুস (আয়াত-৩৭)

আর এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচনা হওয়া সম্ভব নয়। বরং এর আগে যা নাযিল হয়েছে এটা তার সত্যায়ন এবং আল কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে।

সুরা আল-বাক্বরাহ (আয়াত ২)

এ গ্রন্থ; (কুরআন) এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এ (গ্রন্থ) পথ-নির্দেশক।

সুরা আল-কদর (আয়াত-১)

নিশ্চয়ই আমি এ (কুরআন)কে অবতীর্ণ করেছি মর্যাদাপূর্ণ রাত্রিতে (শবেকদরে)।

কাবা শরীফ

সুরা আল-বাক্বরাহ (আয়াত ১২৫)

এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর,) যখন কাবাগৃহকে মানবজাতির সম্মিলনক্ষেত্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম (এবং বলেছিলাম), তোমরা মাকবামে ইব্রাহীম (ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গা)কেই নামাযের জায়গারূপে গ্রহণ কর। আর আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে।

আল-মাইদাহ (আয়াত-৯৭)

আল্লাহ্ বায়তুল হারাম বা সম্মানিত গৃহ কা'বা কে মানুষের জন্য কল্যাণ ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার উপকরণ বানিয়েছেন; একইভাবে পবিত্র মাস, কোরবানীর জন্তু ও মানতের উদ্দেশ্যে গলায় মালা পরানো পশুসমূহও এর অর্ন্তভূক্ত। এসব এজন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার, যা কিছু আস্‌মান ও যমীনে রয়েছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সুরা আল-হাজ্জ (আয়াত-২৯)

অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন (কা'বা) গৃহের।

রসুল (সাঃ)

সুরা আল-আহযাব (আয়াত-৪০)

মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং তিনি আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সুরা আল-আন'আম (আয়াত-৫১)

আপনি এর মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করে দিন, যাতে তারা এ ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কাছে এমন অবস্থায় একত্রিত করা হবে যে, তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত তাদের জন্য কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না। যাতে তারা সাবধান হয়।

ইসলাম

সুরা আল-মাইদাহ (আয়াত-৩)

তোমাদের জন্য হারাম (অবৈধ) করা হয়েছে মৃত পশু, রক্ত ও শূকর-গোশত, আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত জন্তু, ধারবিহীন কিছু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃঙ্গাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুর খাওয়া জন্তু; তবে তোমরা যা যবেহ দ্বারা পবিত্র করেছ তা ছাড়া। আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এ সব পাপকার্য। আজ অবিশ্বাসীগণ তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম। তবে যদি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় (নিষিদ্ধ জিনিষ খেতে) বাধ্য হয়; কিন্তু ইচ্ছা করে পাপের দিকে ঝুঁকে না, তাহলে (তার জন্য) আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মুসলিম

সুরা আল-হজ্জ(আয়াত-৭৮)

তোমরা আল্লাহর জন্য জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন। তিনি তোমাদের ধর্মে তোমাদের জন্য কঠিন কোনো বিধান দেননি। এই দ্বীন তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের দ্বীনের অনুরূপ। আল্লাহ এর আগে তোমাদের নামকরণ করেছেন- 'মুসলিম' এবং এই কিতাবেও তা করেছেন; যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় এবং তোমরাও সাক্ষী হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামাজ কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ করো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক এবং কতো উত্তম সাহায্যকারী তিনি!

ঈমান/বিশ্বাস

সুরা আল-বাক্কারাহ (আয়াত ৩-৫)

৩.যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, যথাযথভাবে নামাজ পড়ে ও তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তা হতে ব্যয় করে।

৪.যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের ওপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের ওপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর (পরকাল) আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।

৫.তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে হিদায়েতপ্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।

সুরা আল-বাক্কারাহ (আয়াত ২৫)

যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নদী প্রবহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে ইহকালের অনুরূপ ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র রমণীকূল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।

সুরা আল-বাক্কারাহ (আয়াত ১৭৭)

নামাজের সময় পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোতে তোমাদের জন্যে কোন সওয়াব বা পূণ্য নেই বরং পূণ্য তার, যে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ ও ঐশী গ্রন্থসমূহ এবং নবীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আর সম্পদের প্রতি আসক্ত থাকা সত্ত্বেও যারা আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, পথিক ও ভিক্ষুকদের এবং দাসত্ব মোচনের জন্যে ধন-সম্পদ দান করে ও নামাজ প্রতিষ্ঠাসহ যাকাত দান করে, আর ওয়াদা করলে তা পূরণ করে এবং যারা অভাব, বঞ্চনা ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করে, এরাই ঈমানের দাবিতে কথায়, আচরণে ও বিশ্বাসে সত্যবাদী এবং এরাই ধর্মভীরু।

সুরা আল-বাক্কারাহ (আয়াত ২৭৭)

নিশ্চয়ই যারা ঈমান স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং জাকাত দান করেছে, তাদের জন্যে তাদের পুরষ্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোনো শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

সুরা আল-হজ্জ (আয়াত-২৩)

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেথায় তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ-কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা এবং সেথায় তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।

সালাত/নামায

সুরা আল-বাক্কারাহ (আয়াত ৩-৫)

৩. যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে ও তাদেরকে যা দান করেছি তা হতে ব্যয় করে।

৪. এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরলোকে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী।

৫. তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।

সুরা আল-বাক্কারাহ (আয়াত ৪৩)

তোমরা যথাযথভাবে নামায পড় ও যাকাত দাও এবং নামাযীদের (রুকুকারি) সঙ্গে নামায আদায় কর।

সুরা আল-বাক্কারাহ (আয়াত ১১০)

আর তোমরা নামায কায়েম (যথাযথভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত) কর ও যাকাত প্রদান কর। আর উত্তম কাজের মধ্যে নিজেদের জন্য যা কিছু পূর্বে প্রেরণ করবে, আল্লাহর নিকট তা প্রাপ্ত হবে। তোমরা যা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

সুরা আল-বাক্কারাহ (আয়াত ১২৫)

এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর,) যখন কাবাগৃহকে মানবজাতির সম্মিলনক্ষেত্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম (এবং বলেছিলাম), তোমরা মাকবামে ইব্রাহীম (ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গা)কেই নামাযের জায়গারূপে গ্রহণ কর। আর আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে।

সুরা আল-বাক্কারাহ (আয়াত ১৭৭)

পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণকে বিশ্বাস করলে এবং অর্থের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, (এতীম-মিসকীন) মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী (ভিক্ষুক)গণকে এবং দাস মুক্তির জন্য দান করলে, নামায যথাযথভাবে পড়লে ও যাকাত প্রদান করলে, প্রতিশ্রুতি পালন করলে এবং দুঃখ-দৈন্য, রোগ-বালা ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা, যারা সত্যপরায়ণ এবং ধর্মভীরু।

সুরা আল-বাক্বারাহ (আয়াত ২৭৭)

যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য করে, নামায যথাযথভাবে আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখও পাবে না।

সুরা আল-মাইদাহ (আয়াত ৫৫)

নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীগণ; যারা বিনত হয়ে নামায পড়ে ও যাকাত আদায় করে।

সুরা আল-আরাফ (আয়াত-২০৫)

তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চসবরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং তুমি উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না।

সুরা হুদ (আয়াত-১১৪)

নামায কায়েম কর দিবসের দু'প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মুছে ফেলে; এটা হচ্ছে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ।

<u>অজু ও তায়াম্মুম</u>

সুরা আল-মাইদাহ (আয়াত ৬)

হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করএবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে বিশেষভাবে (গোসল করে) পবিত্র হও। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

<u>যাকাত</u>

সুরা আল-বাক্বারাহ (আয়াত ৩-৫)

৩. যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে ও তাদেরকে যা দান করেছি তা হতে ব্যয় করে।

৪. এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরলোকে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী।

৫. তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।

সুরা আল-বাক্বারাহ (আয়াত ৪৩)

তোমরা যথাযথভাবে নামায পড় ও যাকাত দাও এবং নামাযীদের (রুকুকারি) সঙ্গে নামায আদায় কর।

সুরা আল-বাক্বারাহ (আয়াত ১১০)

আর তোমরা নামায কায়েম (যথাযথভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত) কর ও যাকাত প্রদান কর। আর উত্তম কাজের মধ্যে নিজেদের জন্য যা কিছু পূর্বে প্রেরণ করবে, আল্লাহর নিকট তা প্রাপ্ত হবে। তোমরা যা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

সুরা আল-বাক্বারাহ (আয়াত ১৭৭)

পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণকে বিশ্বাস করলে এবং অর্থের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, (এতীম-মিসকীন) মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী (ভিক্ষুক)গণকে এবং দাস মুক্তির জন্য দান করলে, নামায যথাযথভাবে পড়লে ও যাকাত প্রদান করলে, প্রতিশ্রুতি পালন করলে এবং দুঃখ-দৈন্য, রোগ-বালা ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা, যারা সত্যপরায়ণ এবং ধর্মভীরু।

সুরা আল-বাক্বারাহ (আয়াত ২৭৭)

যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য করে, নামায যথাযথভাবে আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখও পাবে না।

সুরা আল-মাইদাহ (আয়াত ৫৫)

নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীগণ; যারা বিনত হয়ে নামায পড়ে ও যাকাত আদায় করে।

সিয়াম/রোযা

সুরা আল-বাক্বরাহ (আয়াত ১৮৩)

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের (রোযার) বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পার।

হজ্জ/ওমরা ও কুরবানি

সুরা আল-বাক্বরাহ (১২৫ আয়াত)

যখন কাবাঘরকে মানবজাতির সম্মিলন স্থল ও নিরাপদ কেন্দ্র করেছিলাম আর বলেছিলাম তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকেই নামাজের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর৷ আর আমি ইব্রাহীম ও ইসমাইলের সাথে অঙ্গীকার করেছি যে আমার ঘর তাওয়াফকারী, এতেকাফকারী, রুকুকারী ও সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র করে রাখবে।

সুরা আল-বাক্বরাহ (১৫৮ আয়াত)

নিশ্চয় স্বাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম।সুতরাং যে কা'বাগৃহের হজ্ব কিংবা উমরাহ সম্পন্ন করে, তার জন্য এই পাহাড় দুটি প্রদক্ষিণ করলে কোন পাপ নেই। আর কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন পুণ্য কাজ করলে, আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞাতা।

সুরা আল-বাক্বরাহ (আয়াত ১৯৬- ১৯৮)

১৯৬. আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ্ব ও উমরাহ পূর্ণভাবে সম্পাদন কর, কিন্তু (ইহরাম বাঁধার পর) যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে সহজলভ্য (পশু) কুরবানী কর এবং যে পর্যন্ত কুরবানীর (পশু) তার যবেহস্থলে উপস্থিত না হয়, তোমরা মস্তক মুন্ডন করো না (হালাল হয়ো না)। অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে, অথবা মাথায় কোন ব্যাধি থাকলে (এবং তার জন্য মস্তক মুন্ডন করতে হলে তার পরিবর্তে) সে রোযা রাখবে কিংবা সাদকাহ করবে, কিংবা কুরবানী দ্বারা তার ফিদ্‌ইয়া (বিনিময়) দেবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের পূর্বে উমরাহ দ্বারা লাভবান হতে চায়, সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ কুরবানী না পায় (বা দিতে অক্ষম হয়), তাহলে তাকে হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন-এই পূর্ণ দশ দিন রোযা পালন করতে হবে। এই নিয়ম সেই ব্যক্তির জন্য, যার পরিবার-পরিজন পবিত্র কা'বার নিকটে (মক্কায়) বাস করে না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

১৯৭. সুবিদিত মাসে (যথাঃ শওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জে) হজ্জ্ব হয়। সুতরাং যে কেউ এই মাসগুলিতে হজ্জ করার সংকল্প করে, সে যেন হজ্জের সময় স্ত্রী-সহবাস (কোন প্রকার যৌনাচার), পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে।তোমরা যে সৎকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা (পরকালের) পাথেয় সংগ্রহ কর এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।হে জ্ঞানিগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর।

১৯৮.তোমাদের রব-এর অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। সুতরাং যখন তোমরা আরাফাত হতে ফিরে আসবে তখন মাশ'আরুল হারামের কাছে পৌছে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন - ঠিক সেভাবে তাকে স্মরণ করবে। যদিও এর আগে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

সুরা হজ্জ (২৭ আয়াত)

এবং মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটসমূহের পিঠে, তারা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে।

ISBN 9781879655835